REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

১৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২৫শে পৌষ বুধবার ১৩৩৫ ইংরাজী 9th January 1929. | ২৯শ সংখ্যা।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৴১০ দুই পয়সা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হইবে শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

পরীক্ষার্থী ছাত্র ও যুবকদিগের স্বর্ণ সুযোগ।

MEMORY TABLET

বা

স্মৃতি বটী।

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, স্মৃতিশক্তিহীনতা, অসাড়ে শুক্র পতন প্রভৃতি সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। একমাত্রা সেবনে স্বপ্নদোষ বন্ধ হয়। দশ দিনের সেবনোপযোগী এক কৌটার মূল্য মাশুল সমেত ১৷০ পাঁচ সিকা।

এজেন্টস্ঃ—

এন, গাঙ্গুলী এণ্ড কোং

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

হিলিংবাম

গত ৩১ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমণ করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমরা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস প্রভৃতির অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২৸০
" " ছোট শিশি ১৷০

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন শীত ও বসন্ত আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সন্ধি কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৸০

ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে

কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
মুখকে সুন্দর করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চুলকে,খুব কাল করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
কেশ পতন বন্ধ করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চিন্তাশীলের সহায়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
রমণীর অতি প্রিয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সবারই নিত্য প্রয়োজন

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

কলেরায় নিরাপদ হইতে হইলে

মূল্য আট আনা মাত্র

কর্পূরারিষ্ট ঘর কারয়া রাখা উচিত।

ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রপদ সেন।

অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার।

সন্ন্যাসী প্রদত্ত ঔষধ।

হাঁপ, যক্ষ্মা, কাশি, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত, অতিসার, অর্শ, মেহ, প্রমেহ, ধ্বজভঙ্গ, একশিরা, মূর্চ্ছা, বাধক, সুতিকা, নাসা, কুষ্ঠ, গোদ ইত্যাদি যাবতীয় রোগ ১ সপ্তাহে আরোগ্য হইবে। বেশীদিনের অসুখ হইলে ২ সপ্তাহ কাল ঔষধসেবন করিতে হইবে। ইহা ছাড়া সকল প্রকার মাতুলীও পাওয়া যাইবে। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। নিবেদন ইতি—

নিবেদক—কবিরাজ শ্রীশ্রীদামচন্দ্র কর্ম্মকার।
জঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ।

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র। দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ওযকৃতসংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ৳০ বার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ডাক্তার নন্দলাল পাল এণ্ড সন্স।
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

বেলজিয়ম ও ফরাসী দেশীয়

প্রিমিয়ম বণ্ড

সুদ ও লটারীর একত্র সমাবেশ।

সামান্য মূলধনে প্রতিমাসে লক্ষপতি এমন কি দশলক্ষপতি হইবার সুযোগ।

পুঁজি হারাইবার আদৌ আশঙ্কা নাই।

ব্যাপার খানা কি! দেখুন।

এতদ্দেশে যেমন 'ওয়ার বণ্ড', ক্যাস সার্টিফিকেট, কোম্পানির কাগজ, মিউনিসিপাল ডিবেঞ্চার প্রভৃতি কিনিয়া লোকে টাকা খাটাইয়া থাকে, প্রিমিয়ম বণ্ড ফরাসী (ফ্রান্স) দেশে টাকা জমাইবার বা খাটাইবার একটী সুন্দর উপায়। ইহার বিশেষত্ব এই যে—সুদের টাকা তো ছয়মাস অন্তর বা বৎসর অন্তর পাইবেনই উপরন্ত মাসে মাসে (কোন কোন বণ্ড বৎসরে ছয়বার বা চারিবার) বণ্ডহোল্ডারগণের মধ্যে খুব মোটা টাকার ড্রইং (লটারী বা সুরতি) গবর্ণমেণ্ট অফিসার ও বণ্ডহোল্ডারগণের সম্মুখে হইয়া থাকে। জাল জুয়াচুরি বা প্রবঞ্চনার ভয় নাই। সামান্য টাকায় বণ্ড কিনিয়া অনেকে অদৃষ্ট ফিরাইয়া লইতেছে। অনেক কাঙ্গাল

[৩]

বৎসর বৎসর লক্ষপতি হইতেছে। ভারতবর্ষেও অনেক শিক্ষিত ভদ্র লোক রাজা মহারাজা জজ ম্যাজিষ্ট্রেটগণ এই প্রিমিয়ম বণ্ড ক্রয় করিয়াছেন। যাঁহারা ফরাসী (ফ্রান্স) দেশীর এই প্রথা জানেন তাঁহারা কখনও অবিশ্বাস করেন না। ইহা উক্ত দেশের গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত। বাঙ্গালার অধিকাংশ লোকই এই বণ্ডের বিষয় অবগত নহেন।

প্রিমিয়ম বণ্ড সম্বন্ধে বিলাতী সংবাদ পত্রের মতামত।

প্রিমিয়ম বণ্ড সম্বন্ধে বিলাতের 'ডেলীমেল' কি বলেন দেখুন।

"French and Belgian Corporations recognise that municipal loans are the legitimate source of invest-

[৪]

ment for the savings of the working man, they know how to make their loans attractive, and meet with well deserved success. All the Bonds are to bearer with interest coupons attached, and pass from hand to hand like bank notes without any transfer or legal formality of any kind. A Bond may even be paid away in settlement of an account, as it is always saleable at sight."—*Daily Mail.*

প্রিমিয়ম বণ্ড লটারী টিকিট নহে।

লটারী টিকিট কিনিয়া যদি লটারীতে নাম না উঠে, আপনার টাকা একদম গরবাদ। প্রিমিয়ম বণ্ডে সে আশঙ্কা নাই। যত দিন না আপনার বণ্ড কোন একটী পুরস্কার না পাইল ততদিন অক্ষত হইয়া

[৫]

থাকিবে। বৎসর বৎসর সুদ পাইবেন। একটী পুরস্কার পাইলেই বাতিল হইল জানিবেন। পুরস্কার যাহা পাইবেন তাহা বণ্ডের "ফেস্ ভ্যালুর" দাম অপেক্ষা কম হইবে না। এই বণ্ড দান বিক্রয় হেবা হস্তান্তর করা চলে। বন্ধক দিয়া টাকা ধার পাওয়া যায়। যে ব্যাঙ্ক, যে এজেণ্ট বা যে কোম্পানীর নিকট বণ্ড কিনিবেন তাহারাই উহা বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিবে। বিক্রয় করিয়া দিবে। তবে ফরাসী মুদ্রা ফ্রাঙ্কের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে বণ্ডের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বন্ধক দিয়া টাকা ধার করিলে বণ্ডে যে সুদ পাওয়া যায় তাহা অপেক্ষা বেশী সুদ দিতে হয়। ইহা দেনাদারের গরজই বলিতে হইবে। শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকার কম সুদে কোন কোম্পানি প্রায়ই বণ্ড বাঁধা রাখেন না।

[৬]

কিস্তিবন্দী হিসাবে প্রিমিয়ম বণ্ড ক্রয় খুব সুবিধা।

মনে করুন একখানি বণ্ডের দাম নগদ আশী টাকা। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে এক মুষ্টে ৮০৲ টাকা দিয়া বণ্ড ক্রয় করা অসম্ভব। যাহাতে সকল অবস্থার লোক প্রিমিয়ম বণ্ড কিনিতে পারে তজ্জন্য কিস্তিবন্দী হিসাবে ও বণ্ড বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। তবে নগদ মূল্য অপেক্ষা কিছু বেশী দাম দিতে হয়। ৮০৲ টাকার বণ্ডখানি মাসিক দশ টাকা কিস্তিবন্দীতে লইলে ৯ মাসে ৯০৲ দিতে হয়। মাসিক ৫৲ হিসাবে কিস্তি করিলে ২০ মাসে ১০০৲ দিতে হয়। নগদ মূল্য দিবা মাত্র রেজিষ্টারী ইন্সিওর যোগে বণ্ড পাঠান হয়। কিস্তিবন্দী হিসাবে লইলে একখানি 'কণ্ট্রাক্ট নোট' দলিল পাঠান হয়। উক্ত দলিলে আপনার প্রাপ্য বণ্ডের নম্বর উল্লেখ থাকিবে। এক কিস্তি বা দুই কিস্তি টাকা দেওয়ার পরই যদি উক্ত নম্বরের বণ্ড ড্রইঙে (লটারীতে) উঠে, তবে পুরস্কারের টাকা সমস্তই আপনি পাইবেন। কেবলমাত্র বাকি কিস্তির দরুন টাকা কাটিয়া রাখিয়া সমস্ত আপনাকে

[৭]

দেওয়া হইবে। সুতরাং গরীব গৃহস্থের পক্ষেও প্রিমিয়ম বণ্ড ক্রয় করা খুব কঠিন নয়। মাস মাস ড্রইঙের (লটারীর) ফল ছাপা হয়। যিনি যে কোন এক রকমের বা দুই কি তিন রকমের তিন খানা বণ্ড এক সঙ্গে লইবেন তিনি বরাবর মাসে মাসে উক্ত লিষ্ট ছাপা কাগজ বিনা মূল্যে বিনা খরচায় পাইবেন। তিন খানা অপেক্ষা কম সংখ্যক বণ্ডক্রেতাকে ফল জানিবার লিষ্ট পাইবার জন্য বৎসরে ৩৲ টাকা দিতে হয়। তবে ঈশ্বর করেন যদি আপনার বণ্ড ড্রইঙে উঠে তবে তৎক্ষণাৎ ঘরে বসিয়া বিনা ব্যয়ে খবর জানিতে পারিবেন। প্রত্যেক ড্রইঙের পর আপনার বণ্ড-বিক্রেতা আপনার নম্বর মিলাইয়া দেখিয়া আপনার সুফল হইলে তদ্দণ্ডে তার যোগে বা পত্র লিখিয়া জানাইবে। কখনও ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে বণ্ড বিক্রেতাকে নূতন ঠিকানা জানাইবেন। নচেৎ গোলমাল হইতে পারে। বণ্ড হারাইয়া গেলে টাকা পাইবার আশা নাই। কেননা বণ্ড না দেখাইলে পুরস্কারের টাকা কাহাকেও দেওয়া হয় না। বণ্ড

[৮]

ক্রেতার মৃত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারীগণ যিনি বণ্ড দাখিল করিবেন তিনি ঘরে বসিয়া টাকা পাইবেন। টাকা পাইবার কোন কষ্ট নাই। বণ্ড দেখাইবা মাত্র টাকা।

এতৎসঙ্গে সর্ব্বশেষে একখানি অর্ডার ফরম আছে উহা কাটিয়া লইয়া নগদ বা কিস্তিবন্দী যে ভাবে বণ্ড কিনিবেন তদনুযায়ী নগদ মূল্য বা প্রথম কিস্তির টাকা মনি অর্ডার যোগে ও অর্ডার ফরম খানি পূরণ করতঃ খামের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইবেন। কয়েক প্রকার প্রিমিয়ম বণ্ডের বিবরণও এতৎসঙ্গে দেওয়া হইল, সাধ্যমত ক্রয় করিবেন।

ঠিকানা
ম্যানেজার
প্রিমিয়ম বণ্ড সাপ্লাই এজেন্সি
১৩২ বাগমারী ভিলা (ইষ্টার্ণ গেট)
কলিকাতা।

খাঁটি পদ্মমধু

(SELLER'S LOTUS HONEY.)

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্ট্রী করা সেলার্স "লোটাস ব্র্যাণ্ড" আসল পদ্মমধুই যাবতীয় চক্ষুরোগের মহৌষধ। ইহা সর্ব্বত্রই বিশেষরূপে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত। ভারতের বড় বড় সহরে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়। সাবধান সস্তার কুহকে নকল লইবেন না। আসলের জন্য "সেলার্স" বলিয়া চাহিবেন। ইহাই একমাত্র নিরাপদ, নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য। চাহিলেই প্রশংসাপত্র সম্বলিত বিশেষ বিবরণ পুস্তিকা বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে পাইবেন। অদ্যই পত্র লিখুন।

বাথগেট এণ্ড কোং, কেমিষ্টস,
১৯নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুলভে উৎকৃষ্ট জুতা

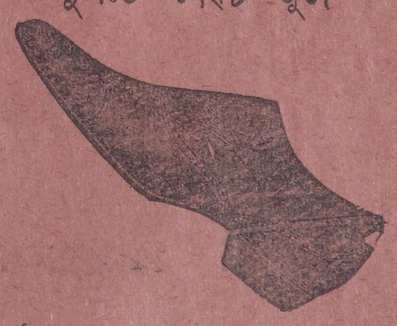

গঠনে ও স্থায়ীত্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বত্র প্রশংসিত।

ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণের এবং বালক বালিকাদিগের উপযোগী আধুনিক ফ্যাসানের সকল প্রকার জুতা সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে, এবং অর্ডারানুযায়ীও তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হয়। সচিত্র মুল্য তালিকার জন্য নিম্ন ঠিকানায় অদ্যই পত্র লিখুন।

ডব্লিউ, এস, ডসন এণ্ড কোং
মেইল অর্ডার ডিপার্টমেণ্ট—
১৪নং হেয়ার ষ্টীট, কলিকাতা।
খুচরা বিক্রয়ের ঠিকানা—
ই ৮৯, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।
ফোন—২৯৪০ কলিকাতা] [টেলি —এমব্রোকেস কলিঃ

শারদোৎসবে - - -

নূতন অলঙ্কার আপনার - - -

প্রিয়জনকে প্রীতি সম্পাদন করিবে -

আমাদের আয়োজন, অভিজ্ঞতা, পরিকল্পনা ও গঠন পারিপাট্য অতুলনীয়

'LIVETIME' হাতঘড়ি

সুদৃশ্য, সুলভ এবং সুন্দর সময়রক্ষক।

ঘোষ এণ্ড সন্স

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স এবং ওয়াচ মেকার্স
১৬।১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিফোন কলিকাতা—২৫৯৭
টেলিগ্রাম GHOSHONS'—Cal.

[৯]

১৯০৯ ফ্রেঞ্চ ফন্সিয়ার বণ্ড

সুদ বাৎসরিক ৩ পারসেন্ট হিসাবে ৭ ফ্রাঙ্ক ৫০ সেন্টিম্‌স্।

প্রতি মাসের ৫ই ড্রইং বা লটারী হয়। বৎসরে ১২ বার লক্ষপতি হইবার সুযোগ।

ফেব্রুয়ারী, এপ্রিল, জুন, আগষ্ট, অক্টোবর, ডিসেম্বর মাসে

১ম পুরস্কার	১০০,০০০ ফ্রাঙ্ক
২য় পুরস্কার	১০,০০০ ফ্রাঙ্ক

তৎপর ১০টী পুরস্কার প্রত্যেকটী ১,০০০ ফ্রাঙ্ক হিসাবে
 „ ৬০টী পুরস্কার প্রত্যেকটী ৫০০ ফ্রাঙ্ক হিসাবে

জানুয়ারী, মার্চ্চ, মে, জুলাই, সেপ্টেম্বর' নভেম্বর মাসে প্রথম পুরস্কার ৫০,০০০ ফ্রাঙ্ক অন্যান্য পুরস্কার উপরের মত।

[১০]

নগদ মূল্য ৮০৲। মাসিক ১০৲ হিসাবে ৯ কিস্তিতে ৯০৲
মাসিক ৫৲ হিসাবে ২০ কিস্তিতে ১০০৲

১৯১২ ফ্রেঞ্চ ফন্সিয়ার বণ্ড

সুদ বার্ষিক তিন পারসেন্ট হিসাবে ৭ ফ্রাঙ্ক ৫০ সেন্টিম্‌স্
(১লা জুন ও ১লা ডিসেম্বর পাইবেন)
প্রত্যেক মাসের ২২শে ড্রইং হয়।

প্রথম পুরস্কার	১০০,০০০ ফ্রাঙ্ক
দ্বিতীয় পুরস্কার	১০,০০০ ফ্রাঙ্ক

তৎপরে ১২টী পুরস্কার প্রত্যেকটী ১,০০০ ফ্রাঙ্ক
 „ ৬০টী পুরস্কার প্রত্যেকটী ৫০০ ফ্রাঙ্ক।

নগদ মূল্য ৮০৲। মাসিক ১০৲ হিসাবে ৯ কিস্তিতে ৯০৲
মাসিক ৫৲ হিসাবে ২০ কিস্তিতে ১০০৲

[১১]

১৯২১ বেলজিয়ম রেষ্টোরেশন বণ্ড

সুদ বাৎসরিক ৫ পারসেন্ট হিসাবে ১২ ফ্রাঙ্ক ৫০ সেন্টুরী;
প্রতি মাসের ১০ই ড্রইং বা লটারী হয়।

জুন মাসে—

প্রথম পুরস্কার ১০০০,০০০ দশ লক্ষ ফ্রাঙ্ক

তিনটী দ্বিতীয় পুরস্কার ১০০,০০০ এক লক্ষ ফ্রাঙ্ক হিসাবে প্রতিটী।

সেপ্টেম্বর, মার্চ্চ, ও ডিসেম্বরে—

প্রথম পুরস্কার	৫০০,০০০ পাঁচ লক্ষ ফ্রাঙ্ক
দুটী দ্বিতীয় পুরস্কার ... প্রত্যেকটী	১০০,০০০ এক লক্ষ ফ্রাঙ্ক

অন্যান্য মাসে—

প্রথম পুরস্কার	২৫০,০০০ আড়াই লক্ষ ফ্রাঙ্ক
দুটী দ্বিতীয় পুরস্কার প্রত্যেকটী	১০০,০০০ এক লক্ষ ফ্রাঙ্ক

[১২]

(১৯৩২ খৃষ্টাব্দের পর ড্রইঙে সামান্য পরিবর্ত্তন হইবে)
নগদ মূল্য ৯০৲। মাসিক ১০৲ হিসাবে দশ মাসে ১০০৲।

(কোয়াটার) সিটি অব পারিস বণ্ড।

শতকরা বার্ষিক ২ হইতে ২½ পার্সেণ্ট সুদ।
বৎসরে ৪ বার ড্রইং হয়।

প্রথম পুরস্কার		২৫০০০ ফ্রাঙ্ক
দ্বিতীয় ২টী ...	প্রত্যেকটী	২০০০ ফ্রাঙ্ক।
তৃতীয় ৩০টী ...	„	২৫০ ফ্রাঙ্ক

কোন কোন সিটি অব পারিসের পুরস্কার ১মটী ৪০০০০ ফ্রাঙ্ক ও আছে। ষ্টকে যাহা থাকে তাহার মধ্যে উত্তম বণ্ড বাছিয়া দেওয়া হয়।

নগদ দাম ৪২৲ টাকা। কিস্তিবন্দী হিসাবে প্রথম কিস্তি ১০৲ তৎপরে ৮ কিস্তি ৫৲ হিসাবে ৪০৲ মোট ৫০৲ টাকা।

আর কিসের ভাবনা

ডাঃ ব্যানার্জ্জির আবিষ্কৃত ঔষধ ব্যবহার করিয়া নিরাময় হউন।

জ্বরাঙ্কুশ—সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অমোঘ অব্যর্থ মহৌষধ। শত শত রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া ইহার গুণকীর্ত্তন করিতেছে. খাইতে খারাপ নহে। মূল্য ॥৵০

নিমোলীন—পাচড়া, খোস, চুলকনা, সর্ব্বপ্রকার ক্ষত ঘা, উপদংশ ঘা প্রভৃতির মহৌষধ। তিন দিন ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। ব্যবহারে জ্বালা যন্ত্রণা নাই। মূল্য মাত্র ।৵০

সর্ব্বদদ্রুনাশন—বাজারের দাদের মলম হইতে ভাল কিনা পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। কাপড়ে দাগ লাগিবে না। ব্যবহারে জ্বালা যন্ত্রণা নাই। মূল্য ।০

পাইকারী ডজন দর স্বতন্ত্র। মাশুল পৃথক লাগিবে। এজেন্টগণের সহিত বিশেষ ব্যবস্থা করা যায়।

সোল এজেণ্ট :—ব্যানার্জ্জি কোং।
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

শীতবস্ত্র খরিদের অভাবনীয় সুযোগ।

মোকামের সহিত বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া এ বৎসরের দর আশাতীত সুলভ করিতে সমর্থ হইয়াছি। অন্যস্থানে খরিদ করিবার পূর্ব্বে আমাদের নিকট দর যাচাই করিয়া

দেখুন দর কত সস্তা।

শাল, আলোয়ান, ধোসা, মলিদা, র‍্যাগ, কম্বল, সোয়েটার, ফ্লানেল, সার্জ্জ, বনাত প্রভৃতি সকল রকম গরম কাপড়।

বিবাহের উপযোগী

সকলরকম কাপড় জামা, বেনারসী, পার্শী, বোম্বাই সাড়ী, তসর, গরদ, চেলী, সার্ট, কোট, সেমিজ, সায়া, জ্যাকেট, ব্লাউজ ইত্যাদি। পছন্দ না হইলে মূল্য ফেরত। মফঃস্বলের অর্ডার যত্নের সহিত দেখিয়া ভিঃ পিতে সরবরাহ করিয়া থাকি।

কৃষ্ণলাল মণিলাল এণ্ড কোং

২০৭-৩ হ্যারিসন রোড (বড়বাজার) কলিকাতা।

"আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া
গগনে ছড়ায়ে এলোচুল"

রেড ক্রশ
ক্যাষ্টর অয়েল
(NATURE'S OWN HAIR GROWER)

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২৫শে পৌষ বুধবার ১৩৩৫ সাল।

বড়দিনের সওদা।

—:০:—

ভারতে ইংরাজ রাজত্ব স্থাপিত হওয়ার পর খ্রীষ্টমাস (বড়দিন) কেবলমাত্র খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীগণের পর্ব্ব হইলেও সকল সম্প্রদায়ের লোকই এই উৎসব উপভোগ করিয়া থাকে। কর্ম্মক্লান্ত জীবনে এই সপ্তাহ কালাধিক অবকাশ স্ব স্ব মনোবৃত্তি অনুসারে রুচিভেদে নানা জন নানাভাবে অতিবাহিত করিয়া থাকেন।

এই অবকাশে দেশের স্বাধীনতা ও সর্ব্ববিধ উন্নতি-কামী নেতৃবৃন্দ এক এক বৎসর এক এক স্থানে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসমিতিতে সমবেত হইয়া দেশের কল্যাণের জন্য আলোচনা করিয়া থাকেন। এ বৎসর বঙ্গের রাজধানী কলিকাতায় এই মহাসমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে উক্ত মহানগরীতে অন্যান্য জাতীয় সম্মিলনী, যেমন ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনী, তন্তুবায় সম্মিলনী, কর্ম্মকার সম্মিলনী প্রভৃতি সভার অধিবেশনও হইয়াছিল। জাতীয় উন্নতি-কামী মহোদয়গণ ইহাতে যোগদান করতঃ স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া এই বড়দিনের অবকাশের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। ফৌজদারী ও পুলিশ বিভাগের আমলাগণের সম্মিলনীর অধিবেশন এবার কৃষ্ণনগরে হইয়াছিল। ভারতীয় চিকিৎসকগণ এবং সংবাদপত্র-সেবীগণ, ডাক বিভাগের নিম্নতন কর্ম্মচারীগণও কলিকাতায় তাঁহাদের সম্মিলনীর স্থান নির্দ্দেশ করতঃ স্ব স্ব কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছেন। যাঁহারা কোন সম্মিলনীর ধার ধারেন না, অথচ দুপয়সা ব্যয় করিতে পারেন তাঁহারা কেহবা সপরিবারে কেহবা সবান্ধবে কলিকাতা গিয়া সর্ব্ববিধ সম্মিলনী, থিয়েটার, বায়স্কোপ, কর্ণিভাল ইত্যাদি দর্শন করিয়া একঘেয়ে কর্ম্মজীবনে কয়েকদিনের জন্য নূতনত্ব প্রদান করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন।

এক শ্রেণীর লোক আছে যাদের স্বভাব হচ্ছে পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়া। তারা খোঁজে একটা নরম ধাতের কাপ্তেন—গাঁটের পয়সা ভেঙ্গে ফূর্ত্তি করা অপেক্ষা পরস্মৈপদী আমোদটা উপভোগ করাই এদের অভ্যাস। এরাই সবচেয়ে বুদ্ধিমান। চাল আক্রা, ডাল আক্রা, কাগজ আক্রা, সুতো আক্রা, লাটাইএর দাম বেশী—ঘুড়ি ওড়াবার সখও আছে। এক্ষেত্রে পরের ঘুড়ি সুতো লুটে' পরের কাছে লাটাই বাগিয়ে সখ মেটান খুব সেয়ানার কাজ নয় কি? এই শ্রেণীর বহু সৌখীন এই বড়দিন উপলক্ষে মুফতে সখ মিটাইবার সুযোগ খুঁজিয়াছেন। অনেকে সফলকামও হইয়াছেন। আমাদের পরিচিত জনৈক এই শ্রেণীর সৌখীন সখ মিটাইতে গিয়া বহুদূর প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়াছেন তৎসঙ্গে নিজের মনোবৃত্তির সৌখীনত্বের সহিত ক্ষীণত্বের পূর্ণ পরিচয় দিয়া সঙ্গীগণের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই সখ (shock) উপভোগের কিঞ্চিৎ আভাষ আমাদের পাঠকবর্গকে উপভোগার্থে প্রদান করিতেছি।

এই সৌখীন বাবুর কর্ম্ম শৃঙ্খলাবদ্ধ, কর্ম্মভূমি সীমাবদ্ধ। গণ্ডীর বাহিরে পা বাড়াবার উপায় নাই। দেশকাল ভাল নয়। মনে প্রাণে ঝগড়া বেধে গেল। পরাধীন প্রাণ বলে "না! না! যেও না! কে কখন ফুঁকে দিয়ে গোলমাল বাধিয়ে দিবে।" মন তখন প্রাণে সখ জাগিয়ে দিয়ে স্বাধীনতার উদ্ভব করে দিল। প্রাণও তখন ভরসা পেয়ে তাল ঠুকে বলে ফেল্‌লো "ক্যা পরোয়া! আরে সেদিন হিমালয় ডিঙ্গিয়ে ফেল্‌লাম, সামান্য গোময়ের স্তূপ উল্লঙ্ঘন করা তো কিছুই নয়। নরম রাশি কাপ্তেনও জুটে গেল। বৈদ্যুতিক রথ, সারথি, সঙ্গী সব জুটিয়া গেল। বিদ্যুৎবেগে রথ চালিত হইল। নিজের কর্ম্মক্ষেত্রের সীমায় যখন রথ পৌঁছিল তখন দেখিলেন যে সেই সীমান্ত প্রদেশের জনৈক তেজের 'ডাইনামো' এক চিকণ মস্তিষ্ক বুদ্ধিজীবি কয়েকজন অনুচরসহ রথের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান। রথ পৌঁছিবামাত্র রথীকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন "আমার সঙ্গীদের আপনি জানেন, আপনি সফর হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর এইখানে এক বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হইবে। এখন যজ্ঞেশ্বরের অনুমতি হইলেই হয়।" তথাস্তু বলিয়া রথ চালাইবেন এমন সময়ে আবার অভিবাদন করিয়া বলিলেন "এই যজ্ঞে কতকগুলি বিপক্ষকেও নিমন্ত্রণ করিয়া লজ্জা দিবার ব্যবস্থা করা হইবে।" রথী মুচকি হাসিয়া সাধু! সাধু! বলিয়া রথ চালাইবার আদেশ করিলেন। রথ ছুটিল। চক্ষের পলকে রথ কর্ম্মভূমির গণ্ডী অতিক্রম করিল। জেলা হইতে গরজেলায় উপস্থিত হইল। এ গতি কে রোধিবে? কাহার সাধ্য? কত জনপদ, রেলবর্ত্ম, নদী, নালা উত্তীর্ণ হইয়া বাঙ্গলা প্রদেশ হইতে বিহার প্রদেশে উপনীত হইল। রথারোহীগণ বামে দক্ষিণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতমালার মনোরম দৃশ্য উপভোগ ও নানাবিধ বিশ্রম্ভালাপ করিতে করিতে সাঁওতালী মুলুক দুমকায় পৌঁছিলেন। যখন এতদূরই আসা গেল তখন দেওঘরে বৈদ্যনাথ পর্য্যন্ত যাওয়াই সংকল্প হইল। রথ চলিল। সারথী মহাবেগে রথ চালাইয়াছে। পশ্চাতে একখানি ক্ষুদ্র রথে তৎপ্রদেশের জনৈক শ্বেতাঙ্গ পুরুষ জনৈকা শ্বেতাঙ্গিনীকে সঙ্গে লইয়া সারথীকে রাস্তা ছাড়িয়া দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ সঙ্কেত করিতে লাগিল। সারথী ভাবিলেন—তাঁর রথের রথীকে পথ ছাড়িয়া দিবার আদেশ করিবে এমন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি এ ধরাধামে কেউ আছে কি? এই সঙ্কেতে সে ভ্রূক্ষেপও করিল না। "যার রথে ব'সে রাধারমণ, তার কি অসাধ্য সাধন?" আরোহীগণ অপ্রতিহত প্রভাব মহারথীর মুখ পানে চাহিল। মুখে বীরত্বের কোন লক্ষণই পরিদৃষ্ট হইল না। বদনমণ্ডল কালিমালিপ্ত মলিন ভাব ধারণ করিয়াছে। মহারথী চুপি চুপি বলিলেন—দেখ আমার প্রকৃত পরিচয় কেহ দিও না, জিজ্ঞাসা করিলে বলিও ইনি একজন গো-বৈদ্য। সঙ্গীগণের আর কারণ অনুভব করিতে বিলম্ব হইল না। মহারথী বলিলেন এ আমার অজ্ঞাতবাস গুপ্ত-যাত্রা। আমাকে গো-চিকিৎসক বা পশু-চিকিৎসক বলিলে মিথ্যা বলার পাপ হইবে না। স্বয়ং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিরাট সভায় কঙ্ক নাম ধারণ করিয়া আত্মগোপন করিয়াছিলেন। আমারও তাই জানিবে। শ্বেতাঙ্গ পুরুষ সারথীকে রূঢ় ভাষায় সম্বোধন করিয়া বলিলেন—পুনঃ পুনঃ সঙ্কেত করা সত্বেও পথ ছাড়িয়া দিতেছ না, এত বড় গোস্তাকী! ইত্যাদি তিরস্কার করিয়া রথের চিহ্নজ্ঞাপক সংখ্যা লিখিয়া শ্বেতাঙ্গ পুরুষ রথারোহণে গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। সারথী আমতা আমতা করিতে লাগিল আর মনে মনে বলিতে লাগিল যার জোরে জোর সেই যদি এই রূঢ় বাক্য হজম করে তবে আমি আর কি করিব। অনেকবার তো এঁকে রথে লইয়া কতস্থানে গিয়াছি এমন সুবোধ সরল শিশুর মত ভাব তো কখন দেখি নাই। একজন সঙ্গী ভাবিল—প্রভু মিথ্যার অভিনয় আর কত দেখাইবেন। আমার বুক কাঁপিতেছে। কারণ এ মিথ্যার পাঠশালায় এযে আমার হাতে খড়ি। প্রভুর চরণে তো বেশীদিন শরণ নিই নাই। তাই বুঝি এই দ্বিধা। আর কিছুদিন প্রভু পূজা করিলেই মিথ্যা সাধনে সিদ্ধিলাভ করিব। অন্য জন ভাবিল এই বীরত্ব এরই এত গরম।

জানামি রে সর্প! তব প্রতাপম্
কণ্ঠে স্থিতো গর্জ্জসি শঙ্করস্য।
স্থানং প্রধানং ন বলং প্রধানম্
স্থান-স্থিতঃ কাপুরুষোঽপি সিংহঃ॥

এই সম্মান (?) উপভোগ করিতে করিতে রথ বৈদ্যনাথ ধামে উপস্থিত হইল। তীর্থগুরু পাণ্ডার চর আসিয়া মোটা যাত্রী পাকড়াইবার আশায় আরোহীগণের নিকট দেব দর্শনের প্রস্তাব করিল। মহারথী অবলীলাক্রমে বলিয়া উঠিল—আমি খৃষ্টান। বৈদ্যনাথের ধার ধারি না। অন্যান্য সঙ্গীগণ তখন মুখ চাহাচাহি করিতে লাগিল। তাহারা যার যেমন সাধ্য প্রণামী দিয়া ৺বৈদ্যনাথ দর্শনে কৃতার্থ হইল। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল—ভাইরে শুনি অজ্ঞানের পাপ জ্ঞানে যায়, জ্ঞানের পাপ তীর্থে যায়, তীর্থের পাপ ম'লেও যায় না। সঙ্গে একজন ইস্লামধর্ম্মাবলম্বী ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি তো স্তম্ভিত! মুখে কিছু না বলিলেও ভাবিলেন—হিন্দুর ছেলে তীর্থে এসে যখন কিছু খরচের ভয়ে ধর্ম্মচুরি করিল, তখন এর অসাধ্য বা অকরণীয় কাজ কি থাকতে পারে! তোবাস্তোবা! এরাই আবার তামা, তুলসী, গঙ্গাজল নিয়ে সত্য বলাবার চেষ্টা করে। আমি এর সঙ্গে এসে বড়ই কুকাজ করেছি, রাস্তায় নাম ভাঁড়ান, তীর্থে এসে ধর্ম্ম ভাঁড়ান। সোভান্ আল্লা! আমি মক্কাসরিফে গিয়া খরচের ভয়ে আমি মুসলমান নই, একথা কখনও বলিতে পারিতাম না। প্রণামী দেবার বেলায় খৃষ্টান! আর পাণ্ডার প্রদত্ত পেস্তা বাদাম দেওয়া দধি তো বেশ ভোজন করিল।

সঙ্গীগণের মধ্যে একজন সওদাগর ছিলেন, তিনি মহারথীর মনের ওজন, ক্ষমতার ওজন ও ধর্ম্মের ওজন সব ওজন বুঝিলেন। মণ তো চল্লিশ সেরে হয় এর মনের ওজন এক কাঁচ্চাও নয়। ক্ষমতার দাম এক কড়া। ধর্ম্মতো নাই বলিলেই হয়। একজন ডাক্তার ছিলেন তিনি বগলে থার্ম্মোমিটার বা বুকে ষ্টেথিস্কোপ না দিয়াই উত্তাপ ও হৃদয়ের সমস্ত অবস্থা নির্ণয় করিলেন।

একজন শিল্পী ছিলেন তিনি ভাবিলেন ভগবান এঁর দেহযন্ত্রের কলকব্জাগুলি কি দিয়া তৈয়ারী করিয়াছেন বোঝা গেল না।

রথের মালিক স্বস্থানে পৌঁছিয়াই রথখানিকে অপবিত্র হইয়াছে ভাবিয়া পরিত্যাগ করিলেন।

মাননীয় "জঙ্গিপুর সংবাদ" পত্রের সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী কাগজে বাহির করিয়া বাধিত করিবেন।

সাচ কহে তো মারে লাঠ্‌ঠা
ঝুটি জগৎ ভুলায়।

সম্পাদক ভায়া! অত মুচ্‌কি হাসি হাস্‌ছ কেন? ভবের ভাব গতিক দেখে, না, দেশের লোকের সত্যপ্রিয়তা দেখে? ভায়া! এ কলিকাল— জানইত ৩ ভাগ মিথ্যা আর এক ভাগ সত্য, অথবা আমার অবস্থা দেখে হাসিতেছ? ভায়া পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ সক্রেটিশ ও গ্যালিলিওর কথা মনে আছে ত? জিজ্ঞাসা কর্‌তে পার যে কেন আমিও ঐ সকল লোকের পথ অবলম্বন করিলাম না—আমার উত্তর এই যে আমি ঐরূপ কর্‌তে পারি না। আমাকে নির্ব্বোধ বল, দুর্ম্মুখই বল, আর স্পষ্টবাদীই বল, আর পরছিদ্রান্বেষীই বল, যা ইচ্ছা বল না কেন, যাহা বুঝি, যাহা জানি তাহার বিপরীত লোকের নিকট বলিতে পারিব না; যাহা করি, তাহার অতিরিক্ত লোককে বলিতে বা দেখাইতে পারিব না।

ঐ যে পুরুষটী পৌষের শীতের প্রাতঃকালে, কম্পিত কলেবরে দেবালয়ে প্রণাম করিবার উদ্দেশ্যে যাইতেছে, যাঁহার কটিদেশে কষায় বস্ত্রে আবৃত, বদনে ভগবানের নাম, শরীর গৈরিক রক্ত বসনে আচ্ছাদিত,—তাঁহাকে দেখিলে তোমার কি মনে হয়?

তুমি ভাব,—ইনি ভগবদ্ হৃদয়, সংসারাসক্তি শূন্য, হরিগত প্রাণ। ভোগে লালসা নাই তাই ছিন্নবস্ত্র পরিধান করেন, ভগবদ্ হৃদয়, তাই নানা তীর্থ ভ্রমণ করেন।

তুমি সরলহৃদয়, বাহ্য চাকচিক্যের মর্ম্ম বুঝিবে কিরূপে? যদি তোমার অন্তর্দৃষ্টি থাকিত, তবে তুমি দেখিতে পাইতে—সুপনখার মায়াকল্পিত রূপরাশির ভিতরে রাক্ষসী মূর্ত্তি লুক্কাইত রহিয়াছে, ভস্মাচ্ছাদিত সন্ন্যাসী দেহে দশানন বিরাজ করিতেছে।

তুমিও যদি তত্ত্বজ্ঞ হইতে, তাহা হইলে তুমি উঁহাকে দেখিবামাত্র আমার শিক্ষাগুরু

বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের মত বলিতে—

"দিবোপবাসী নিশি চামিষাশী
টিকি-ধরঃ সন্ কুলটাভিলাষী
অয়ং কষায়ারুণ চারুদণ্ডঃ
শঠাগ্রণীঃ সর্পতি বিশ্বভণ্ডঃ"

ভায়া! আমরা নাকি সংসারের তত্ত্বজ্ঞ, মর্ম্মজ্ঞ, তাই সিংহ চর্ম্মাচ্ছন্ন রাসভকে সিংহ বলিতে পারি না, ময়ুর পুচ্ছাচ্ছন্ন বায়সকে ময়ূর বলিতে পারি না। যতকাল এই শরীরে আর্য্য-শোণিত প্রবাহিত হইবে, ততকাল পারিব না।

ঐ যে নরপুঙ্গব বিপুল দেহভারে ধরাভার বৃদ্ধি করিতেছেন, জন-সম্পদ বা ধন-সম্পদের গৌরবে ধরা খানাকে সরা ভাবিতেছেন, জ্ঞানে আপনাকে বৃহস্পতি মনে করিতেছেন—নিজের বৃহস্পতিত্ব প্রখ্যাপন মানসে সঙ্গোপনে কল্পতরু সাজিতেছেন—দেখিতেছ কি? সেই কল্পতরুর ছায়ায় বসিয়া কত লোক তাঁহার যশোগীতি করিয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে বুঝিতেছ কি? মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর, স্তুতির ভাবটা হৃদয়ঙ্গম কর, মানুষের মুখে মানুষের স্তব আর বেশী সম্ভব কিনা, একবার ভাবিয়া দেখ।

উক্ত নরপুঙ্গবের প্রশংসা করিতে যাইয়া কৃতজ্ঞগণ বৃহস্পতিকে মূর্খ বলিতেছে, বাল্মীকি ও বেদব্যাসকে কবির আসন হইতে দূরীকৃত করিতেছে কিন্তু তাহাতেও তৃপ্তিসাধন হইতেছে না।

তুমি ভাল বল আর মন্দই বল, আমি স্পষ্টই বলিতেছি আমি স্তব জানি না এবং করিতেও পারিব না। লৌহপাত্র কলাই করা, পিত্তলে গিল্‌টী করা, কেমিক্যাল স্বর্ণ প্রস্তুত করা, আমার ব্যবসায় নহে। যাহাকে নিষ্ঠুর ভাবি তাহাকে দয়ালু কেমন করিয়া বলিব, যাহাকে পাষণ্ড ভাবি তাহাকে ধার্ম্মিক কেমন করিয়া বলিব, যাহাকে লম্পট বলিয়া জানি তাহাকে সাধু কেমন করিয়া বলিব, যাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া জানি তাহাকে সত্যবাদী কেমন করিয়া বলিব?

বিধবার সর্ব্বস্বাপহারীকে কি করিয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত তুলনা করিব? যাহার প্রতি লোমকূপ হইতে কনিক চাণক্যের কূট নীতির বিকাশ পাইতেছে, তাহাকেও কি জনক শুক দেব বলিতে হইবে? সেটি পারিব না।

সম্পাদক ভায়া! শকুনি আকাশের অনেক উচ্চে উঠে কিন্তু সর্ব্বদাই নীচে ভাগাড়ের দিকে তাকাইয়া থাকে। উচ্চাসনে বসিলেই, উচ্চপদ পাইলেই লোকের নীচতা যায় না—তাহার ধমনীতে যে অপবিত্র রক্ত প্রবাহিত হইতেছে, তাহা সহজে পবিত্র হয় না। তাঁর সংসর্গে আসিয়া কত ভদ্র বংশজাত ব্যক্তিকে কত কুকর্ম্ম করিতে হইতেছে—হলাহল মিথ্যা বলিতে হইতেছে। এই জন্য সৎ লোকে সাধু সঙ্গ প্রার্থনা করে—ভায়া "অশ্বত্থমা হত ইতি গজঃ', বলায় যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন করতে হয়েছিল—জান ত?

সম্পাদক ভায়া! আমিত কাকের ধ্বনিকে কোকিলের কাকলি বলিতে পারিব না, ঝিল্লীরবে ভ্রমর গুঞ্জন অনুভব করিতে পারিব না, বিষধরের দেহলতাকে মৃণাল-হার বলিতে পারিব না—এ যদি অপরাধ হয়, হউক, আমি অনন্তকাল এ অপরাধে অপরাধী থাকিতে রাজী আছি।

সময় বড় খারাপ পড়িয়াছে—সত্যবাদীর নানা বিপদ ভণ্ডদের চারিদিকে প্রশংসা ঘোষিত হইতেছে। নির্ব্বোধ গরীব চাষী সামান্য মিথ্যা বলিলে তাহার শূলের ব্যবস্থা হয় আর দেখ্‌লেত কেমন ভাবে সত্য পদদলিত হইল—বলত কেমন করিয়া সেই সব লোকের স্তব করি, প্রশংসা করি? তাই বলি—পারিবনা—পারিবনা।

"সত্যবাদী"

ব্যাঘ্র-শিশু। সুতী থানার অধীনে আহিরণ গ্রামের শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাস মহাশয় কাজলার জঙ্গলে শিকারে যাইয়া একটি জীবন্ত ব্যাঘ্র শিশু ধরিয়া আনিয়াছেন।

চুরি। কয়েকদিন হইল রঘুনাথগঞ্জ সহরের পাঁচকড়ি দাসীর ঘরে সিঁদ দিয়া চোরে প্রায় দুই শত টাকার নগদ ও অলঙ্কারে লইয়া গিয়াছে।

কৃষিকার্য্যে অর্থাগম সুনিশ্চিত।

জগদ্বিখ্যাত ইণ্টারন্যাশন্যাল হারভেষ্টার কোম্পানীর সরঞ্জাম এবং যন্ত্রাদি সাহায্যে চাষ এবং আবাদে যথেষ্ট অর্থাগম হইয়া থাকে।

সকল প্রকার চাষ এবং আবাদের উপযোগী যাবতীয় সরঞ্জাম এবং যন্ত্রাদি যথা লাঙ্গল, মটোর ট্রাকটর, কেরোসিন এঞ্জিন, আখমাড়া কল প্রভৃতির বিবরণ পুস্তকের জন্য আবেদন করুন।

র‍্যামেকার্স এণ্ড কোং

(ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলের এজেণ্ট।)

৭নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট,
পোষ্ট বক্স ৫০৭, কলিকাতা।

ভারতের একমাত্র সরবরাহকারক—
ভলকার্ট ব্রাদার্স।
(বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলিকাতা, কলম্বো।)

আনন্দ সংবাদ। আনন্দ সংবাদ!! আনন্দ সংবাদ!!!

নূতন সাইকেল ও সরঞ্জামের দোকান।

এইচ, কে, মুখার্জ্জী

ষ্টোন কোয়ারী হোণ্ডার সাইকেল মারচেণ্ট ইম্পোর্টার ও এক্সপোর্টার

হরিণডাঙ্গা বাজার (ষ্টেশনের সন্নিকট।)

পাকুড় (ই, আই, আর, লুপ লাইন)

এইখানে সকল রকম বি, এস, এ, র‍্যালে, হারকিউলিস, হাম্বার সাইকেল, পার্টস্ ও সরঞ্জাম, টায়ার, টিউব প্রভৃতি অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়।
কলিকাতা হইতে সাইকেল ভি, পিতে না লইয়া
এখানে আসিয়া স্বয়ং নিজ চক্ষে দেখিয়া
পছন্দ মাফিক জিনিষ কলিকাতা
হইতে আনার অপেক্ষা
অনেক কম খরচে লইয়া যাউন।

নিউ সেলুলয়েড

মডেল ডি লুক্স সাইকেল।

হ্যাণ্ডেলবার, হাপ, ব্রেক, পেডালের অংশ যাহা মরিচা ধরিয়া শীঘ্র খারাপ হইয়া যায় সে সব অংশে নিকেলের উপর সেলুলয়েড দিয়া মোড়া। মফঃস্বলের রাস্তার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ১নং ৮৫৲ ২নং ৮০৲ ৩নং ৭৫৲ ৪নং ৭২৲ মাত্র। অন্যান্য সাইকেল ৫০৲ হইতে তদূর্দ্ধ। দোকানদার ও সাইকেল মেরামতকারীদিগকে পাইকারী দরে মাল দেওয়া হয়। এখানে সকল সাইকেল, ষ্টোভ, গ্রামোফোন, পাঞ্চলাইট, হারমোনিয়ম প্রভৃতি মেরামত ও ষ্টোভে রং করিবার কারখানা সুদক্ষ মিস্ত্রীর তত্ত্বাবধানে খোলা হইয়াছে।

মূল্য সুলভ—পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

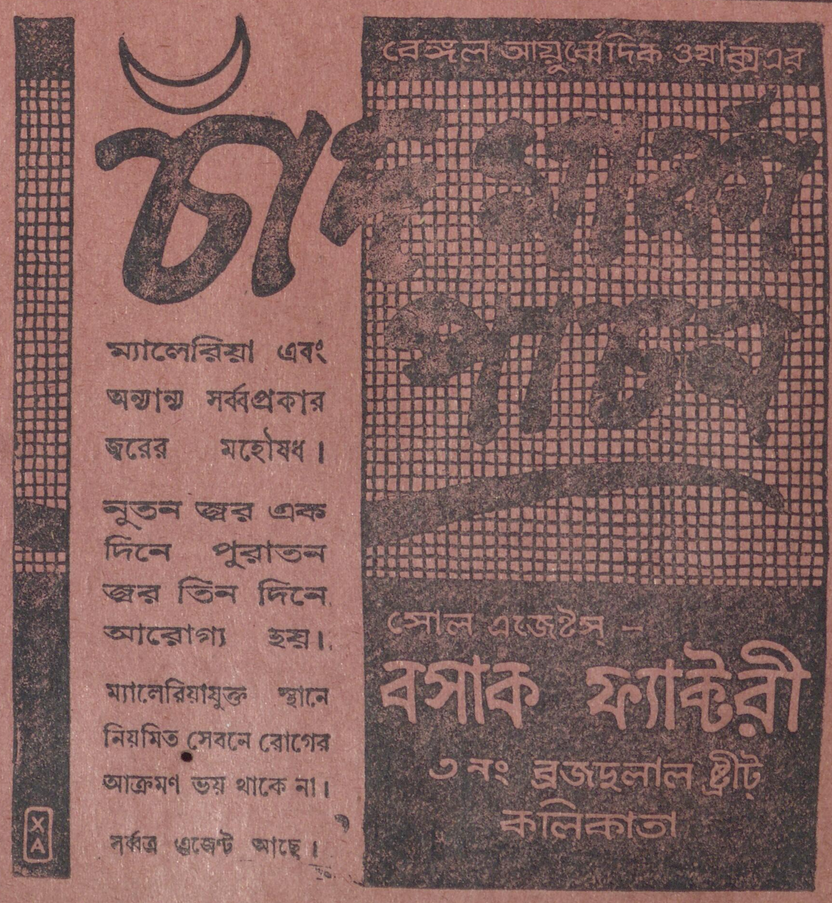

ঔষধ ও পুরস্কার

মহাবল হালুয়া

অশ্বগন্ধা, শতমূলী, তালমূলী (curculigo orchioides) ভুঁইকুমড়া, আলকুশী (Mucana Pruciens) সালেমমিশ্রী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পুষ্টিকর ও সর্ব্বধাতুপোষক উপাদান দ্বারা প্রস্তুত—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, ধাতুদৌর্ব্বল্য, ওজঃক্ষয় স্মৃতি-শক্তিহীনতা, বীর্য্যতারল্য প্রভৃতি রোগের বল, বীর্য্য, মেধা ও প্রাণবিবর্দ্ধক মহৌষধ শিক্ষক ছাত্র ও মস্তিষ্কচালনাকারি-দিগের পরম সুহৃদ্। ২০ দিন সেবনোপযোগী আধ পোয়ার মূল্য ১।০ ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ঘৃতকাঞ্চন যোগ বা ওজঃধৃতিঃ।

বীর্য্যস্তম্ভ বাজীকরণ ও রসায়ণাধিকারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ।

সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, প্রস্রাবের সহিত সর্করা, শুক্র বসা, মজ্জা প্রভৃতি ক্ষরণ অতি সত্বর নিবারণ করতঃ শরীর নবশক্তিসম্পন্ন ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত করিয়া ধ্বংসোন্মুখ স্বাস্থ্যের পুনর্গঠনে, হতাশ জীবনকে বল, বীর্য্য, আনন্দ ও সাহাসকতায় পরিপূর্ণ করিয়া তুলে। ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্র-তারল্য, আংশিক বা সম্পূর্ণ শৈথিল্য, শারীরিক কৃশতা প্রভৃতি রোগ নাশ করিতে ইহার শক্তি অদ্বিতীয়। ১৫ দিন ব্যবহারে আশাতীত ফললাভ করিবেন ও শরীরের ওজন বৃদ্ধি পাইবে। ৭ দিনের ঘৃত ও স্বর্ণঘটিত বটীকার মূল্য ৩৲ ডাক মাশুল পৃথক।

সুদর্শন চূর্ণ।

সর্ব্বপ্রকার নূতন ও জটিল পুরাতন জ্বরের কুইনাইন বর্জ্জিত শাস্ত্রীয় মহৌষধ। বাজারের সমস্ত রকম পেটেণ্ট ঔষধ বিফল হইলে স্থায়ী ফললাভের জন্য ইহাই মাত্র ১ কৌটা পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি। ১৪ মাত্রা ১৲ ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

দন্তরোগারি চূর্ণ বা আশ্চর্য্য দন্তমঞ্জন।

নিয়মিতভাবে আয়ুর্ব্বেদোক্ত দাঁতের মাজন ব্যবহার করিয়া দাঁত ও মুখের যত্ন করিলে শতকরা ৯৫টী রোগের আক্রমণ হইতে মুক্ত থাকা যায়। ইহা সর্ব্বদেশের সকল চিকিৎসা শাস্ত্রই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকে। দুই বৎসরের শিশু হইতে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সক-লেরই আয়ুর্ব্বেদোক্ত দন্তমঞ্জন দ্বারা মুখ ও দাঁত পরিস্কার রাখা উচিত। দন্তরোগারি চুর্ণ নিয়-মিত ব্যবহারে দাঁতের মাড়ি ফোলা, ব্যথা, পুঁজ ও রক্তপড়া, অকালে দাঁত নড়া আশ্চর্য্যরূপে নিবারণ করতঃ হজম শক্তি বৃদ্ধি করে ও শরীর নীরোগ থাকে। এক কৌটা তিন আনা মাত্র। তিন কৌটার কম ভিঃ পিঃ করা হয় না।

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায় বি, এ,

প্রতিষ্ঠাতা—ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন।

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

দ্রষ্টব্য :—২০শে অগ্রহায়ণ মধ্যে যাঁহারা জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রের নামোল্লেখ করিয়া ওজঃধৃতি ক্রয় করিবেন তাঁহাদের মধ্যে লটারি করিয়া ৩টী পুরস্কার দেওয়া হইবে। ১ম পুরস্কার ৩৲ মূল্যের ৭ দিনের ওজঃধৃতি, ২য় ১ কৌটা মহাবল হালুয়া, ৩য় ২ কৌটা দন্তমঞ্জন।

সঙ্গীত সাধনার যোগ্যতম উপাদান

গোল্ড মেডেল হারমোনিয়ম

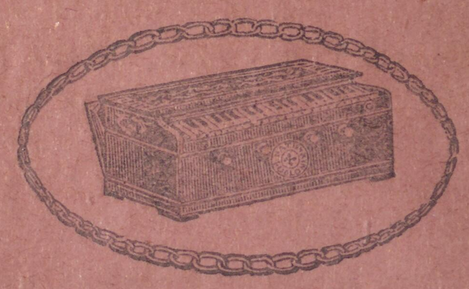

প্রত্যেক পর্দ্দার এক একটী নিখুঁত সুর গায়-কের হৃদয়ের আবেগের সঙ্গে মিশে গিয়ে সঙ্গীতকে আরও মধুর করে তোলে, আর সেই সুরে শ্রোতার হৃদয়তন্ত্রী সমভাবে ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠে।

পত্র লিখিলে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

ন্যাশন্যাল হারমোনিয়ম কোং

৮এ, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তারের ঠিকানা—'মিউনিসিয়ানস' ফোন—কলিকাতা ৩৯৫৮

'সত্যের জয়'

"মোহিনী"

বিড়ির নকল হাইকোর্টের বিচারে বন্ধ হইল

বর্ত্তমান সময়ের যুগে, জনসাধারণ ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের আদর করেন না; গুণেরই সমাদর করিয়া থাকেন। বিড়ী অনেকেই প্রস্তুত করিয়া বাজারে চালাইতেছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতি নগরে বা সুদূর পল্লীতে "মোহিনী" বিড়ীর ন্যায় সমাদর আর কোন বিড়ী এ পর্য্যন্ত লাভ করে নাই। ইহার কারণ মোহিনী বিড়ীর ন্যায় সুন্দর সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর বিড়ী আর নাই। দরিদ্র বা অশিক্ষিত লোকের ত কথাই নাই, এই বিড়ী ধনী, শিক্ষিত যুবক, বৃদ্ধ সকলেরই অতি আদরের সামগ্রী এবং সকলেই বিলাতী সিগারেট ফেলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। মোহিনী বিড়ীর অসা-ধারণ বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া প্রতারকগণ আমাদের মোহিনী লেবেল নকল করিয়া অতি নিকৃষ্ট বিড়ীতে লাগাইয়া মোহিনী নামে কল-ঙ্কারোপ এবং সাধারণের স্বাস্থ্যের এবং আমাদের স্বার্থের সমূহ ক্ষতি করিতেছিল। সহৃদয় গ্রাহকগণ এ বিষয়ে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করায় অনন্যোপায় হইয়া নকলকারী ভাইলাল ভিকাভাই এণ্ড কোং এবং রোমজান আলীর (ভোলামিঞা এণ্ড কোম্পানীর) বিরুদ্ধে আমরা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। শ্রীভগবানের কৃপায় এবং মহামান্য হাইকোর্টের সুবিচারে সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণিত হইয়াছে যে আমরাই মোহিনী বিড়ীর একমাত্র প্রস্তুতকারক এবং স্বত্বাধিকারী। উক্ত ভাইলাল ভিকাভাই এণ্ড কোং ও রোমজান আলীর (ভোলামিঞা এণ্ড কোং'র) প্রতি মহামান্য হাইকোর্ট হইতে এরূপ চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা (Permanent injunction) প্রচারিত হইয়াছে যে যদি উহাদের কেহ আমাদের মোহিনী বিড়ীর লেবেলের অনুকরণ বা নকল লেবেল দিয়া কোন বিড়ী বাজারে প্রচলন করে তাহা হইলে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবে। সুতরাং সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে যদি কেহ আমাদের মোহিনী বিড়ী লেবেলের কোনও নকল লেবেল ব্যবহার করেন—তাহাতে মোহিনী নাম, মোহিনী লেবেলের ছবি কিম্বা ২৪৭ নম্বর একক বা একসঙ্গে বা অন্য কোনও কথা, অক্ষর বা নম্বরের সহিত থাকুক বা না থাকুক—তিনিই আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।

সহৃদয় গ্রাহকগণ ক্রয়কালীন মোহিনী লেবেল, ২৪৭নং এবং আমাদের নাম দেখিবা লইবেন। সন্দেহ হইলে দয়া করিয়া জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব এবং নকল লেবেল ধরাইয়া দিলে বিশেষ পুরস্কৃত করিব। নিকটস্থ কোনও দোকানে যদি মোহিনী বিড়ী না পান আমাদিগকে জানাইলে মোহিনী বিড়ী সরবরাহের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিব।

বিনয়াবনত—

মুলজি সিক্কা এণ্ড কোং

হেড আফিস :—৫১নং এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফ্যাক্টরী :—মোহিনী বিড়ী ওয়ার্কস্, গোভিন্দা, (সি,পি,)

ব্যাঙের ঐ কট কট্ শব্দেই সাবধান হ'ন!

ঘর্ষার জলে যখন থানা ডোবা গুলি ভেসে যায় ব্যাঙের কট্ কট্ শব্দে প্রাণ অস্থির ক'রে তোলে। মশার উপদ্রবও সেই সময়েই বাড়ে ও সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া ছড়ায়।

ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হ'লে

——অমৃতাদ্দি বটিকা——

ব্যবহার ক'রবেন। বিগত ৫০ বছরে অনেকেই সুফল পেয়েছেন। ৪৫ বটিকা পূর্ণ এক কৌটা ১৲ এক টাকা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ,

২৯ কলুটোলা, কলিকাতা।

বিনা মূল্যে! বিনা মূল্যে!! বিনা মূল্যে!!!

শ্বেতকুষ্ঠ (ধবল)

আমাদিগের আফিসে আসিয়া দেখাইলে বিনা মূল্যে শ্বেত কুষ্ঠের একটী ছোট সাদা দাগ আরাম করিয়া দেওয়া হয়। ।॰ চারি আনা পাঠাইলে নমুনা স্বরূপ ঔষধ ডাকযোগে পাঠান হয়। মূল্য ছোট শিশি ২৲ টাকা। বড় শিশি ৩৲ টাকা। ডাকমাশুল ১ হইতে ৩ শিশি ।৵৹ পাঁচ আনা।

গলিত কুষ্ঠের রোগীকেও পত্রের দ্বারা আরোগ্য করা হয়।

জ্বরের জন্য সুমিষ্ট ঔষধ।

অতি সুমিষ্ট। অতিশীঘ্র জ্বর আরোগ্য হয় এবং বলবৃদ্ধি করে।

সুমিষ্ট প্রাণসঞ্জীবনী।

এক দিনেই সর্ব্ব প্রকার জ্বর আরোগ্য করিয়া দেহে বলবৃদ্ধি করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি ও দাস্ত পরিষ্কার পূর্ব্বক সাত দিনের মধ্যে শরীরে বল ও স্ফূর্ত্তি আনয়ন করে। ৭ দিন ব্যবহারোপযোগী ঔষধের মূল্য ॥৵৹ আনা। ১৬ দিন ব্যবহারোপযোগী ঔষধের মূল্য ১৲ টাকা। ডাকমাশুল ১ হইতে ৩ শিশি ।৵৹ আনা।

বৃদ্ধ কেন?

রাজবৈদ্য চুলের কলপ।

লাগাইলে সাদা চুল ঘোর কাল, মসৃণ ও চিক্কণ হয় এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত ভ্রমরের ন্যায় কাল থাকে। মূল্য বড় শিশি ১৵৹ টাকা। ছোট শিশি ॥৵৹ আনা। ডাকমাশুল ১ হইতে ৩ শিশি ।৵৹ আনা। চারি আনা পাঠাইলে নমুনার শিশি বিনা খরচে পাঠান হয়।

রাজবৈদ্য শ্রীবামনদাসজী কবিরাজ।

১৫২, হ্যারিসন রোড, বড়বাজার, কলিকাতা।

তার পাঠাইবার ঠিকানা—"রাজবৈদ্য", কলিকাতা।

THE NEW FORD.

নূতন মডেল ফোর্ড কার

এবারে আসিয়াছে।

ইহাতে স্পোক হুইল, চারি চাকায় ব্রেক ও শক্ এবজরভার এবং গিয়ারযুক্ত ইহার ডিজাইন সম্পূর্ণ নূতন। সম্মুখে পশ্চাতে বাম্পার, স্পীডোমিটার, মাইল মিটার, আম্ মিটার, পেট্রল মিটার, ষ্টপ লাইট, ড্যাস লাইট ইত্যাদি নানারূপ নূতনতর ফিটিংস্ দ্বারা সুসজ্জিত।

এরূপ সর্ব্বসুন্দর গাড়ী এত অল্প দামে ইতিপূর্ব্বে কখনও বিক্রয় হয় নাই।

ইহা ৪০ ঘোড়ার ক্ষমতাযুক্ত, ঘণ্টায় ৬০ মাইল স্পীড্ এবং এক গ্যালন পেট্রলে ৩০ মাইল রাস্তা যাইবে।

দাম—২৪৫০৲ টাকা। কিস্তি করিয়া টাকা দিবার উত্তম ব্যবস্থাও আছে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য স্থানীয় এজেন্টস্‌কে পত্র লিখুন বা এখানে আসিয়া গাড়ীতে চড়িয়া স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

Ford SALES AND SERVICE

বনয়ারীলাল মুখার্জ্জী এণ্ড সন্স।

খাগড়া পোঃ (মুর্শিদাবাদ)

বিশুদ্ধ বাদাম তৈল

এই বাদাম তৈলে কোন প্রকার খনিজ তৈল (হোয়াইট অয়েল) মিশ্রিত নাই। যত প্রকার বাদাম তৈল বাজারে চলিতেছে তার মধ্যে আমাদের বাদাম তৈল সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। প্রত্যেক শিশি ও বোতলের গায়ে লাল লেবেলে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া আছে। কেহ আমাদের বাদাম তৈলে ভ্যাজাল বাহির করিতে পারিলে ঐ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। ক্রয়কালিন আমার নামযুক্ত লেবেল দেখিয়া লইবেন।

ডি, এন, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌স

৩১।৩৩ মুর্গিহাটা, কলিকাতা।

বসাকের "তেষ্টার জল—চেষ্টার ফল"

বসাক ও কহিনূর ট্রাঙ্ক।

যাহা সমগ্র ভারতে কেহ পারিল না, বসাক তাহা সাধন করিয়াছে। কেবল এই ট্রাঙ্কগুলি নহে, এই সমস্ত **ট্রাঙ্ক প্রস্তুতের মেসিনগুলি** পর্য্যন্ত বসাকের নিজ উদ্ভাবিত এবং নিজ কারখানায় প্রস্তুত।

ইহাদের ডালার উপরে তিন অঙ্গুলি অন্তর যে সকল আধ গোলা ডাঁসা আছে, উহাদের প্রত্যেকটী আধ মণ ওজনেরও বেশী ভার সহিতে পারে। আবার সমস্ত গায়ে তলা পর্য্যন্ত ঘন ঘন "চুরি" তোলা।

তুলনায় ইহার মত দেখিতে সুন্দর, মজবুত ও সস্তা ট্রাঙ্ক আর নাই।

কহিনুর ১নং ট্রাঙ্ক।

বসাক ফ্যাক্টরী, ৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাফের ঠিকানা—"সিন্‌কোনা" কলিকাতা।

ফোন নং ২১৮৩, বড়বাজার।

শতপুটের

লৌহ ও অভ্রভস্ম

/।॰ পোয়া ২৲ টাকা।

অজীর্ণে—ভাস্কর লবণ ।৵৹ পোয়া ৸৹ আনা। মহাশঙ্খবটী ৫০ বটী ॥৹ আনা, রামবাণ ১০০ বটী ৸৹ আনা।

ধাতুদৌর্ব্বল্যে—মদনানন্দমোদক /।॰ পোয়া ১৲, বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ ৭ বটী ৸৹ আনা।

কাসে—চন্দ্রামৃতরস ৫০ বটী ১।৹ টাকা, চ্যবনপ্রাশ /১ সের ৩৲ টাকা।

ঠিকানাঃ—

কবিরাজ শ্রীসতীশচন্দ্র সেন কবিভূষণ

গঙ্গাধর নিকেতন, মালদহ।

গহনার দোকান।

আমরা সর্ব্বপ্রকার চাঁদি ও সোণার গহণা অল্প মজুরীতে সত্বর তৈয়ার করিয়া দিতেছি। ৺পূজা আসিতেছে এ সময়ে যাঁহারা গহনা তৈয়ার করাইবেন তাঁহারা আমাদের দোকানে আসিতে ভুলিবেন না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাজ দিয়া থাকি ইহাই আমাদের বিশেষত্ব। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

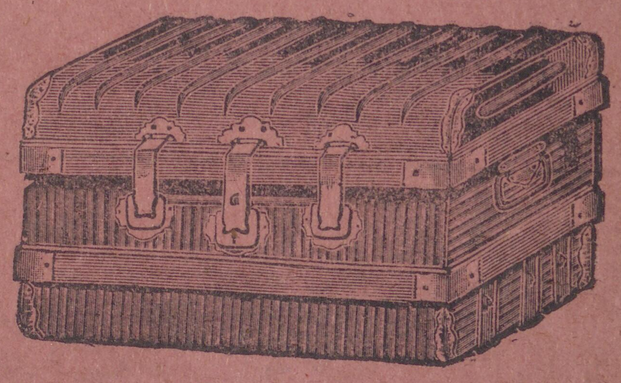

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাস, রঘুনাথগঞ্জ।

গাঁজার দোকানের পার্শ্বে।

ইকনমিক ফার্ম্মেসী

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

ড্রাম /৫, /১০

পোষ্টবক্স—৬৪৩] [টেলিগ্রাম—সিমিলিকিওর

চিকিৎসার বাক্স—১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০, ৮৪, এবং ১০৪ শিশি ঔষধ। একখানি গৃহ চিকিৎসার পুস্তক ও ফোঁটা ফেলা যন্ত্রসহ মূল্য যথাক্রমে ২৲, ৩৲, ৩।৹, ৫।৹, ৬।৵৹, ৮৸৵৹, ১০৸৵৹। ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক, সুগার অফ, মিল্ক, গ্লোবিউল, শিশি, কর্ক, থার্ম্মোমিটার ইত্যাদি সুলভ।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

৮৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দুঃখের দিন অবসান।

করিতে "আতঙ্ক নিগ্রহ বটীকা" সক্ষম। যেহেতু, এই বটীকা সেবনে স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য, অজীর্ণ, কোষ্ঠ কাঠিন্য, মেধা শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবের পীড়া, অকালিক ক্ষয় প্রভৃতি পুরুষের রোগ এবং শ্বেতপ্রদর, গর্ভাশয়ের বিকৃতি ও জরায়ু সম্বন্ধীয় স্ত্রীলোকের রোগ দূর করতঃ নবজীবন প্রদান করিয়া থাকে। এই বটীকা প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে জগতের কল্যাণ করিতেছে। এই বটীকার বিশেষত্ব এই যে, সুস্থ ও অসুস্থ উভয় অবস্থায়ই ব্যবহার চলে। ঔষধের গুণ অপেক্ষা মূল্য অতি কম। ১৬ দিনের ব্যবহারোপযোগী ৩২ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

বৈদ্য শাস্ত্রী।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিম্নঠিকানায়ও এই ঔষধ বিক্রয় হয়।

জঙ্গিপুর সংবাদ আফিস।

রঘুনাথগঞ্জ, মুশিদাবাদ।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১৷৹ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই এক শিশির মূল্য ১৷৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ৷৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা।

যাবতায় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা॥

ইলেক্ট্রিক সাল্টিউসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে আত অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর, মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা, সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের উপযোগী প্রতি শিশি মায় মাশুল সমেত ১৷৹ দেড় টাকা।

অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

বেঙ্গল হোমিও কেমিকেল ওয়ার্কস

আনন্দ ঔষধে সারে
আমলু পিত্তরোগে।
পেপ—অজীর্ণ ও অম্ল।
বিস—হিষ্টিরিয়ায়।
লুং—হাঁপানী।
হর—চুলকানি।
আরও অনেক ঔষধ আছে

ফোড়া,
বাগী,
কাকবিড়ালা,
ঠুন্‌কা,
উরুস্তম্ভ,
শীতলী,
ভগন্দর,
ব্রণ,
পৃষ্ঠব্রণ,

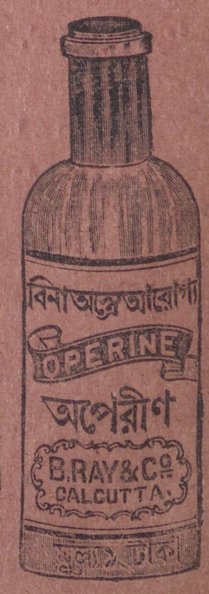

হস্তদেশে আবিষ্কার আমেরিকায় নয়।
এ দেশের রোগীর পক্ষে অব্যর্থ নিশ্চয়॥

কর্ণমূল প্রভৃতি বিনা অস্ত্রে আরোগ্য হয়। মূল্য ১৲

"দামোদর সুধা" ম্যালেরিয়া জ্বরে। "রত্নাকর সালসা" রক্ত পরিষ্কারে।
দুর্ব্বলের বল বাড়ে "ভাইট্যালিন" সেবনে। কলেরাতে "স্পিরিট ক্যাম্ফর" রাখুন যতনে।
"সুশীতল তৈল" মস্তিষ্ক শীতলে। নষ্ট হয় চর্ম্মরোগ "একজিন" মাখিলে।

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস্।

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ. কলিকাতা

পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ১টী দিন পঞ্জিকা পাইবেন

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত